History Study Material

Dumkal College

Semester-5, DSE Course-I

[History of China from Tradition to Revolution]

নজরানা প্রথা ও এই প্রথার বিলুপ্তির কারণ

নজরানা বা tribute system ছিল চীনের একটি প্রাচীন রীতি বা প্রথা। নজরানা ছিল চীনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক এবং চীনা সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি সূচক প্রথা। চীনারা মনে করত চীন হল 'স্বর্গীয় সাম্রাজ্য' এবং চীন সম্রাট 'স্বর্গের সন্তান'। তাই চীন সম্রাট সামন্তপ্রভু, ভূস্বামী, জমিদার ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কাছ থেকে নজরানা আদায়ের মাধ্যমে আনুগত্য দাবি করতেন। চীন সম্রাটের আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তারা চীন সম্রাটকে নজরানা পাঠাতো। পাশ্চাত্য বণিক ও বিদেশি রাষ্ট্রদূতদেরও চীনা রাজদরবারে চৈনিক **'কাউ-তাউ'** (Kaw-taw) প্রথা মেনে সম্রাটের নিকট নতজানু হয়ে নজরানা দিতে হতো। চীন সম্রাটের দরবার জমিদার, সামন্তপ্রভু ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির নজরানার পরিমাণ, নজরানা পাঠাবার সময়কাল এবং কোন দেশ কিভাবে নজরানা পাঠাবে সবকিছুই নির্ধারণ করতো। বছরের একটি বিশেষ দিনে নজরানা দিতে হতো। উপঢৌকন বা উপহার সামগ্রী দেবার এই বিশেষ রীতিকেই 'নজরানা প্রথা' বলা হয়।

নজরানা প্রথা বিলুপ্তির কারণঃ নজরানা প্রথা কালক্রমে তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়। কারণ-

(১) নজরানা প্রথা মেনে নিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলি চীনে বাণিজ্যের সুযোগ পায়। কিন্তু ইউরোপীয় শক্তিবর্গ 'কাউ-তাউ' প্রথা মেনে নজরানা প্রদানকে অসম্মানজনক বলে মনে করত। তাই তারা এই প্রথার বিরুদ্ধে সরব হয়। বিদেশিদের বিশেষত বিদেশী বণিকদের সক্রিয় বিরোধিতার ফলে নজরানা প্রথার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে।

(২) অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে চীনা বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, যেমন- শ্যাম, আন্নাম, মালাক্কা, মালয় উপদ্বীপ, জাভা প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে তোলে। যাকে **'জাঙ্ক বাণিজ্য'** (Junk Trade) বলা হত। প্রসঙ্গত এই junk কথার অর্থ চীনদেশে বাণিজ্যে ব্যবহৃত এক বিশেষ ধরনের তরণী। এই জাঙ্ক বাণিজ্য ছিল নজরানা প্রথা বহির্ভূত। অর্থাৎ চীনা বণিকদের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে দক্ষিণ-পূর্ব

Dumkal College

এশিয়ার দেশগুলিকে কোন নজরানা দিতে হতো না। ফলে উনবিংশ শতকে এই জাঙ্ক ব্যবসার প্রসারের ফলে নজরানা প্রথার অস্তিত্ব ক্রমশ অর্থহীন হয়ে পড়ে।

(৩) নজরানা পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় করদ রাজ্যগুলির পক্ষে এই প্রথা মেনে চলা দুরূহ হয়ে ওঠে।

(৪) ক্যান্টন ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রসার নজরানা পদ্ধতির বিলুপ্তির অন্যতম কারণ।

পরিশেষে আফিম যুদ্ধে চীন পরাজিত হলে নানকিং সন্ধিতে (১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ) এই নজরানা প্রথা বিলুপ্ত হয় এবং নজরানা প্রথার স্থলে দেখা দেয় 'সন্ধি পদ্ধতি' বা treaty system যা চীনকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল।

Dumkal College